বাংলা কথাসাহিত্যে উত্তরের জনজীবন

রামপ্রসাদ নাগ

বাংলা গদ্যের এখন পরিপূর্ণ যৌবনকাল। তার কণ্ঠস্বরের যাদুতে লুকিয়ে আছে সভ্যতার প্রগতি সাথে সাথে মানবপ্রকৃতি প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন। গল্প, উপন্যাস, নভেলেটের মাঝে পাঠক এই প্রগতির চিহ্নটিকে উপলব্ধি করে উঠতে পারেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের পটভূমিটি এখন অনেক বৃহত্তর। কথাসাহিত্যের অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় ভাষার মার্জিত সুষমা, বাস্তবতার তীক্ষ্ণ ব্যাখ্যা এবং অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। কখনও কখনও গ্রাম জীবনকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকার একটা প্রয়াসকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আসলে সাহিত্য জীবনের রসায়ন। সেখানে স্রষ্টা আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। বাস্তবের অভিজ্ঞতাকে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান থেকে গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর চরিত্রের সার্থক মেলবন্ধন ঘটলে সাহিত্য কালজয়ী হয়। তাই কথাসাহিত্যে জনজীবনের গুরুত্ব সমধিক। জনজীবন গঠিত হয় ভৌগোলিক অঞ্চল, আঞ্চলিক আধিবাসী, তাদের রীতিনীতি, আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সমন্বয়ে। সহিত্যের জনজীবন এই সমস্ত কিছুর ব্যাখার অপেক্ষা রাখে।

একজন সাহিত্য সমালোচক কথাসাহিত্যে জনজীবনে স্থানীয় বর্ণালীর প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে আখ্যান বিন্যাস স্তরে স্থানিক বৈশিষ্ট্য পরিমণ্ডল অংশে অবস্থিত হলে তা বহিরঙ্গগুণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আর কেন্দ্র বা সহায়ক অংশে থাকলে তা অন্তরঙ্গগুণ বলে স্বীকৃত হয়। উদাহরণ হিসেবে পাঠক স্মরণ করতে পারেন হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, ঢোঁড়াইচরিত মানস, তিতাস একটি নদীর নাম, কুবেরের বিষয় আশয় প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। প্রতিটি রচনাতেই প্রতিবেশ কেন্দ্রগত চালিকা শক্তি পরিগণিত হতে পারে। আঞ্চলিক জনজীবন হল তাদের আধেয় বস্তু। জনজীবনের স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় না রাখলে কালজয়ী এসব কথাসাহিত্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গে জনজীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে একটি প্রশ্ন এসে যায়। এই উত্তরবঙ্গ বলতে কোন অঞ্চল আমাদের সামনে উঠে আসছে? কেননা মানচিত্র অনুসন্ধানে এই নামে কোনও অঞ্চল পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে উত্তরবঙ্গ বা উত্তরবাংলা নামটির মানুষের মুখে মুখে উৎপত্তি। সম্ভবত ইংরেজ শাসনের সময়ে এই নামটির জন্ম হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উত্তরবাংলার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পটভূমিটি অনেক বদলে গেছে। এর একটি বড় অংশ বর্তমান বাংলাদেশে। ১৯৫০ সালে করদ রাজ্য কোচবিহার ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উত্তরবাংলার অন্যতম জেলা হিসেবে গণ্য হয়েছে। ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে উত্তরবাংলায় আসে। প্রথাগত পরিচয় দিলে বলা যেতে উত্তরবাংলার উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পশ্চিমে বিহার ও নেপাল, পূর্বে অসম, দক্ষিণে গঙ্গা এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলটি বৃহত্তর অর্থে উত্তরবাংলার অন্তর্ভুক্ত। নদ-নদী, পাহাড়, অরণ্য ও, আদিম জনজাতি সব নিয়ে এই অঞ্চল। তবে ভূমিরূপ ও নদ-নদী সব দিকে পরিবর্তনের ছোঁয়া বর্তমান সময়কে স্পর্শ করেছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক চিত্রটি তাই প্রাচীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। সংযুক্ত তিস্তা -করতোয়া নদী এক দিন এই ভূমির সমৃদ্ধির কারণ হয়ে বহমান ছিল। ১৮১০ সালে করতোয়া ছিল বিরাট নদী, আজ সে নিশ্চিহ্ন। তিস্তা নদীর প্রবাহ এখন আর আগের মতো নেই। তিস্তা বাঁধ প্রকল্প সমাপ্ত না হতে পারলেও আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় তিস্তার ভীষণতা আগের মতো নেই। নদীকেন্দ্রিক ভূমিপুত্র মানুষজন স্বভূমি থেকে প্রস্থানে বাধ্য হয়েছেন। তাদের রীতিনীতি, সংস্কার, পূজা-পার্বন সব কিছু জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আধুনিকতার বিস্তার উত্তরবাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে ধনতান্ত্রিক অহংকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। কৌমজীবনের সংকট, ভূমি - বিনষ্টি, শস্য বিনষ্টি, সংস্কৃতি বিনষ্টি জীবনকে বেদনার্ত করে তোলে। কৌমজীবনে প্রতিবাদ জাগে। এই প্রতিবাদের চিহ্ন উঠে আসে সাহিত্যে।

উত্তরবাংলার আর্থ-সামাজিক চিত্রটি বারংবার উল্লেখিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৈবর্ত বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তে-ভাগা আন্দোলনের প্রভাব, নকশাল আন্দোনলের তরঙ্গ জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত-মথিত করেছে। প্রাক - আর্য গোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস, ব্রত-পার্বন, তন্ত্র-মন্ত্র, তুকতাক, অভিচার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে থাকে লোকজীবন। সেই জনজীবন এখন বদলে গেছে। আন্তঃসামাজিক প্রসারণ জীবনকে এনে ফেলেছে এক পরিচয় সংকটের সমুদ্রে। সাহিত্য তার স্মৃতিচিহ্নটুকু ধারণ করে থাকে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' পরবর্তী অন্ত্যজ জীবনের ছবি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকায় সংগ্রহে অত্যাচার বেড়ে যেতে থাকলে জন্ম নিয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। সেই সংগ্রামে উত্তরবাংলার লোকজীবনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবনের স্বপ্নভঙ্গের বিবরণ, অত্যাচারিত মানুষের ক্ষমতা দখলের লড়াই আনন্দমঠ উপন্যাসের চালিকা শক্তি। সমগ্র লড়াইয়ের এই ছবি উত্তরবাংলার ঐতিহ্য। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বেলে গিয়েছেন এই উত্তরভূমি তাকে লালন করেছে নিষ্ঠা ভরে। জনগোষ্ঠীর সংঘাতের 'ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স' রচিত হয়ে জনসমাজের মধ্যেই তার আধার খুঁজে নিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি তুলে ধরেছে কোম্পানি আর জমিদার গোষ্ঠী উভয়ের পেষণে কৃষকের দুরবস্থা। বরেন্দ্রভূমির বিখ্যাত ডাকাত সর্দার ভবানী পাঠকের কাহিনী উত্তরভূমে প্রবাদ হয়ে আছে। তাকে আধার করে বঙ্কিম লিখে রাখলেন এক অমর আখ্যান। উল্লেখিত থাকল মুখসুদাবাদের নবাব বিলাসিতার চিত্র। হান্টার রচিত 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট' রংপুর জেলার যে

বৃত্তান্ত তুলে আনে তার কেন্দ্রবিন্দু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। উপকাহিনী রচিত হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবাগে নীলধ্বজবংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বরদেবের পরিত্যক্ত গোপন কুঠরীর গুপ্তধনকে নিয়ে। জনমণ্ডলীর চিত্রটি কখনও বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের স্বীকৃতি জানায়। তাই কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের বিকৃত চিত্ত রসকলি ও খঞ্জনির কাছে বাঁধা পড়ে যায়। ভিন্ন বৃত্তে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের মিল্ মুলারকে লেখা একটি চিঠিতে দার্জিলিং শহরের ছবি, আদিম জনজাতি লেপচা, ভুটিয়াদের জীবনের নানা রঙিন ছবি। সানদাকফুর হিম শীতলতা, ফালুট, মিরিক, তিস্তা-ত্রিবেণীয় কথার সাথে সাথে নেপালি, কিরাত, নিওয়ার, লেপচা, ভোট জাতির কথা এসেছে নলিনীকান্ত মজুমদারের লেখায়। মংপু পাহাড়ের কালো ছায়াময় অন্ধকারের নির্জনতায় নিজের মনের অনুভবকে রাঙিয়ে নিয়েছেন মৈত্রেয়ী দেবী। একইভাবে উত্তরবাংলার পাহাড়ি ঢালে ফুটে থাকা রডোড্রেনডনের এক ঢাল সৌন্দর্য জনজীবনকে কেমন সুন্দর করে তোলে, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ চরিত্রের মুখে বর্ণনা তুলে এনে পাঠককে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? ছোট গল্পে, পত্রসাহিত্যে উত্তরের নদী, জীবনযাপনের গল্প বারেবারে উঠে এসে এক অপূর্ব জীবনকথা তৈরি করে তাকে অমরত্ব প্রদান করে।

উত্তরবাংলার জনজীবনের ভাবনার স্রোতে জায়মান থাকে প্রবহমান ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার অনির্দেশ্যতা। প্রাচীন সময় থেকে এখান নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন। কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারই স্বীকৃতি জানিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' উপন্যাসে কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। জমিদার অপশাসনে অন্ত্যবর্গের মানুষ বারেবারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে। বরেন্দ্রভূমির কর্তৃত্ব ও দমিতের এই বিপরীত চিত্র বাংলা কথা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রার। এভাবেই উঠে আসে জীবন। সে জীবনে বাঁচার জন্য কত না বিচিত্র বৃত্তি। সীমান্ত সান্নিহিত অঞ্চলে একদল মানুষ সীমান্ত পারাপার করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। চোমং লামার 'পারাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাস ধারণ করে রাখে সেসব মানুষের অসহায়তার কথা। সমগ্র বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষ জীবনকথার গ্লানিকে সব সময় বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়নি। তারা জেগে উঠতে চেয়েছে, প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ সে প্রতিবাদ। সত্যেন সেনের লেখা 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাস তার চিত্ররূপ। একই ছবির পরবর্তী সময়ে চিত্রিত হয়ে থাকে চোমং লামার লেখা 'গৌড়জনকথা' উপন্যাসে। সত্যেন সেন দেখিয়েছেন বরাহস্বামীর কুশাসনে দিব্যোকদের পরাজিত হতে হয়। অন্ত্যবর্গের মানুষের এই বিধিলিপি সময় থেকে সময়ান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' তাই হয়ে থাকে ভূমিপুত্রের অসহায়তার যন্ত্রণা বৃত্তকথা। সভ্যতার আগ্রাসনে প্রতিবেশের বদল হয়, জাতি-রাজনীতির বদল হয়, উৎপাদন পদ্ধতির বদল হয়, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ক্ষমতাবৃত্তের বদল হয়। বাঘারুরা এক্সোডাসে চলে যেতে বাধ্য হয়। একটা বাঘারু অনেক হয়ে উঠেতে পারেনি তাই তিস্তার কৌমজীবন ছেড়ে সে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে তার প্রতিবাদ সুপ্ত হয়ে তাকে। ভূমিপুত্রদের এই প্রতিবাদে কখনও কখনও সহিংস হয়ে উঠতে চেয়েছে। কৃষকদের সমবেত প্রতিরোধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। সমরেশ বসু 'মহাকালের রথের ঘোড়া' আখ্যানে নকশালবাড়ির এই প্রতিরোধকেই আঁকতে চেয়েছেন। ভাগচাষী আর ভূমিহীনদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্ত কিংবা কুচক্রী সামন্ত প্রভুরা যুগে যুগে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সমরেশ বসু এই প্রান্তিক চাষীদের জীবন চিত্র এঁকেছেন। গ্রাম দিয়ে শহর দিয়ে ফেলার স্বপ্ন, সমাজ পরিবর্তনে কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব, তার উত্থান - পতন বাংলা কথা সাহিত্যে এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হল। প্রসঙ্গত চা - বাগিচা শিল্প প্রসঙ্গটি আলোচিত হতে পারে। চা-বাগিচা শিল্প উত্তরভূমির একমাত্র শিল্প। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সম্প্রদায় ও আদিবাসী সংখ্যাগুরু শ্রমিক গোষ্ঠীর হাতে এই শিল্পের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি। বীরেশ্বর বসুর 'চা-মাটি-মানুষ' উপন্যাসে পাঠক চা-বাগিচা জীবনের বিস্তৃত পরিচয় পেয়েছিলেন, তার উত্তরাধিকার আধুনিকতম সময় পর্যন্ত বয়ে এসেছে। সমরেশ মজুমদারের 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের অনিমেষ স্বপ্ন দেখত স্বাধীনতার উত্তরাধিকার অর্জনের, সময় তাকে জেনে যেতে বাধ্য করেছে কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার জীবনকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অনিমেষ জেনে গিয়েছিল স্বাধীনতার উত্তর পর্বে কোনও সৎপ্রত্যাশা অক্ষুন্ন রইবে না। এই নিষ্ফলতা মানুষের প্রত্যাশার অপমান। মানবিকতার অপমান। বাঘারুর নেতির সাথে তার কোনও তফাত নেই।

প্রকৃতপক্ষে উত্তরবাংলার জনজীবনে এক শ্রেণীভাঙনের ছবি। আর্থ-সামাজিক মেরুদণ্ডটি বারবার বদলে যাচ্ছে। নতুন কৃষি-প্রযুক্তি এসেছে। কৃষির বাণিজ্যীকরণ ঘটেছে। আদিম মানুষ ঐতিহ্য হারিয়ে উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। হরেন ঘোষের 'অরণ্যক্ষুধা'য় সংরক্ষিত বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অরণ্য সংলগ্ন বস্তিবাসীরা বৃত্তিহীন হয়ে পড়েন। লিম্বু বস্তিতে গোপন মিটিং হতে থাকে। সমরেশ মজুমদারের 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে মদেশিয়া কুলি-কামিনরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে সৃষ্টির আদিকাল বর্তমান কালের কাছে রূপাভূত হয়ে যায়। আদিবাসী বাজিকর সম্প্রদায় স্থায়িত্বের সংকটে ভোগে। অভিজিৎ সেন দেখিছেন যে, পরতাপ ও জিলু সাঁওতাল গণসংগ্রামের সাথে জড়িয়ে একসময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আধুনিক চেতনার কাছে আদিমতার এই পরাজয় বড় করুণ। বড় নির্দয়। পরিচয় খুঁজে পাবে-আদি কৌমতা আবার ফিরে পাবে, উত্তরবাংলার জনজাতি এবং জনজীবন সে স্বপ্ন দেখে। হয়ত পুরানো জীবন বদলে যাবে, জীবনের প্রয়োজনে বিশ্বাসগুলো বদলে যাবে, যেমনটা 'দেবাংশী' উপন্যাসে সারবান লোহা বদলে গিয়েছিল। আর যদি নিজেকে রূপান্তরিত না করা যায় তবে নিশ্চিত পরাজয়ের ইতিহাস রচিত হয়।

'ঐরাবতের মৃত্যু' সেই বেদনার কথা বলে। রাভা যূথপতি পাণ্ডা পশু যুথপতি ঐরাবত হয়ে সময়ের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। দিনেশচন্দ্র রায় দেখিয়েছেন কীভাবে আখ্যান শেষে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিচে রায়ডাক নদী আলগোছে শুয়ে রইলে সেখানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আদিম এক জনগোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন। রাভা ভূমিপুত্রের নিজস্ব গোষ্ঠীবর্গে ফিরে যাবার এই আর্তনাদ তার গোষ্ঠী অনুপঙ্খের কাহিনী। প্রত্যাবর্তনের এই আখ্যান নতুনভাবে লেখেন পীযুষ ভট্টাচার্য। মিথের আড়ালটি সরে গেলে 'জীবিসঞ্চার' উপন্যাসিকায় ব্রাত্যজনের সামাজিক অবস্থানটি চিহ্নিত হয়। সেখানে শ্রেণীসংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিস্তলের নল কপালে না ঠেকানো পর্যন্ত তারাপদ বুঝে উঠতে পারেনি যে কত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। 'নিরক্ষরেখার বাইরে' উপন্যাসিকায় মঙ্গল হাঁসদা সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেও তা বুঝে উঠতে পারেনি। সমাপ্তিতে শূন্যতার মধ্যে সে মূল উৎখাত জীবনকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল। ইতিহাসের গতিকে সঠিকভাবে বুঝে নিলে জানা যায় যে, অতীত ও বর্তমানের নিরন্তর সংলাপে ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। উত্তরাধুনিক এই সময়ে বিশ্বায়ন একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। বিশ্বায়ণ অর্থে পুঁজি বা ব্যবসার একাধিপত্য নয়, ভেনেজুয়েলার উগো শাভেস বিশ্বায়নকে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, সমবায় ও সংহতির ভিত্তিতে নানা দেশের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আদানপ্রদানকে বিশ্বায়ন বলা যায়। একে অস্বীকার করা যায় না। জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর লেখায় কখনও তার অস্পষ্ট আভাস। খলিয়াজুরি থেকে ময়নাগুড়ি যে 'অকূল গাঙের নাইয়া' ভেসে আসে সেকানে জীবনের এই নিগূঢ় অনুসন্ধান। তিলোত্তমা মজুমদারের কথা সাহিত্যে পাঠক তাকেই দেখতে পান। 'মানুষ শাবক কথা' রচিত হয়। তিলোত্তমার কথা সাহিত্যে উত্তরবাংলার সেই বিস্তৃত প্রক্ষেপ। সেখানে মানুষের সথে মানুষের স্পম্পর্ক জল, মাটি, বায়ু ও অগ্নির মতো স্বাভাবিক। সময় বদলে যেতে থাকে। সম্পর্ক বদলে যায়। ডিমা নদীর প্রবাহে মিশে যায় কালজানি। নাবাল জমিতে ধান চাষ হয়। তুলাপিঞ্জির চাষ। ত্রিস্রোতার নিখুঁত সুন্দর মিলনে রোইনি নদী হয়ে ফুলে ওঠে। কথামালা নির্মিত হয়। সে কথা হয়ত প্রধান চরিত্র চম্বাবতীর কথা। কিষানলালের কথা। যদু পিওনের কথা। সাইকেল, রেডিও সহ আধুনিকতায় বিভ্রান্ত যদু। কালজানি নদীর জলের গভীর বহমানতায় সূর্যোদয়ের আলো লালচে-সোনালি। ঈশ্বরের হাতে গড়া সেই মনোরম নদীরেখাবলীর পাশে যদু দাঁড়িয়ে থাকে অপলক।

সাহিত্য রচয়িতা বহিঃপ্রকৃতির সাথে মিলন ঘটাতে চান। সুরজিৎ বসুর অবতামসী' বা 'ছেকামারির বাবুজোত' উত্তরভূমির প্রেক্ষাপটে নিয়তির হাতে পুতুল মানুষের কথা। উত্তরবাংলার গ্রাম্য সরলতার প্রতিবিম্বত মানব মননের বক্রতলের প্রতিবিম্ব। সুরজিৎ দাশগুপ্তর লেখায় উত্তরের কৌমার্য বৃত্তান্ত হয়ে জড়িয়ে রাখে পাঠক মনন। বেণু দত্তরায়ের 'তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স' এবং 'কাল রাতে পলাশ ফুটেছে' আত্মজৈবনিক গদ্যে চয়ন করতে তাকে উত্তরভূমির ভুবনময়ী আনন্দের জলসাঘর, তীব্র মনস্তাপ, দুঃসহ ব্যাথা ও শূন্যতা। হ্যামিল্টনের হীটের রূপালি মুহূর্ত, নাকে বিশালাকর নাকছাবি নিয়ে ভুটানি সওদাওয়ালি। হিমালয়ের পায়ের নিচে শুয়ে থাকা তোর্ষা, দলসিংপাড়া, বীচ, ভার্নাবাড়ি, মালঙ্গি, সাঁতালি, মধুর আরও কত নাম না জানা চা বাগান, চারদিকের ঘন অরণ্য নিস্তব্ধ হয়ে তাকে। হারিয়ে যাওয়া আদিমতা ও অরণ্যের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনকথা রচিত হয়।

প্রতিবাদ আর বঞ্চনার টানাপোড়েনকে সাহিত্যে গ্রথিত করতে বিপুল দাস রূপকথার আবেশকে কখনও অবলম্বন করেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে 'লাল বল' উপন্যাসে বিজু উত্তরিত হয়ে যেতে থাকে। সফরগঞ্জ, দুনিয়াডাঙির জনজীবনের লোক বিশ্বাসগুলো প্রত্যাঘাত করতে চেয়ে এক রহস্যময় প্রভা হয়ে থাকে। উত্তরের প্রতিবেশে এক আন্ধারের মাঝে তা লহরের মালা হয়ে যায়। 'ভুবন জোতের বাঘ' এবং 'এসো প্রাণ' উপন্যাসে ভূমি উৎখাত মানুষের নিঃস্বতার ধারাবিবরণ। জীবনের বদলে যাওয়া মুহূর্তগুলো জনজীবনের কথকথা হয়ে দাঁড়ায়। অলোক গোস্বামীর গল্পে মংলু রিখ্যাল আধুনিক সভ্যতার শঙ্খ আর ঝিনুক। এই রোমান্টিকতা থেকে সরে গিয়ে অমিত গুপ্ত 'ডোম্ফু দসের নতুন গানের নেপথ্যে' গল্পে বলেন উত্তরের লোকজীবনের বাস্তবতার কথা, গম্ভীরা দানের কথা, লোক প্রতিবাদের কথা। অজিতেশ ভট্টাচার্যর গদ্যের প্যাস্টোরাল অবস্থান অনেক সময় বিক্ষুব্ধ সময়কে ধারণ করে। এই বিক্ষোভ উত্তরের ভূমিপুত্রের বিক্ষোভ। 'খোলস' গল্পে তুষার চট্টোপাধ্যায় ভূমিপুত্র আন্দোলনের জনজীবনের আলোড়ন আলোচনা করেন। অরুণেশ ঘোষ, শুভময় সরকার, প্রদীপ দে, সুধাংশু কর্মকার, সুব্রত বসুর গদ্যকথায় কখনও দেখি উত্তরের জনজীবনের নানা রূপান্তর।

বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরের জনজীবনের ছবিটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে তে-ভাগা আন্দোলনের পরোক্ষ বৃত্তটি এসে গিয়েছিল। এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের ভাঙাগড়া, প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য উৎপাদক মানুষের প্রকাশ তমিজ এবং তার খোয়াব। সেলিনা হুসেনের 'মুস্তাফা মরেছে তাই' গল্পটি অতি মূল্যায়নের মধ্যে অবমূল্যায়নের জনকথা। চাঁদবনে' জল জাঙ্গলের অন্ত্যবর্গের মানুষের সংগ্রামের কথা। এই কথাকেই সরদার জয়েন উদ্দিন 'আদিগন্ত' উপন্যাসে পদ্মাপারের গ্রামীণ জীবনের আনন্দ বেদনাঘন রূপে প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা 'নীল রক্তরঙ' উপন্যাস নীল বিদ্রোহের সীমাহীন অত্যাচারের কথাচিত্র। স্বয়ম্ভর কৃষি অর্থনীতির জনজীবনের বিশ্বস্ত ছবি। 'নয়ানঢুলী' গল্প দুর্ভিক্ষে উত্তরবাংলার এক ধূসর চালচিত্র। রসিদ হায়দারের 'চেহারা' গল্পে জনমানুষের দুঃস্বপ্নের বয়ান তুলে ধরেন। মকবুলা মনজুরের 'কচুরীপানা' গল্পে রাবেয়া চরিত্রের মধ্যে ধর্ষিতা নারীর আত্মকথনে নিঃস্ব জনজীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রয়াসটি পাঠক লক্ষ্য করেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথাসাহিত্য উত্তরের জনজীবনকে ধারণ করে থাকে। উত্তরবাংলা হল সেই মাটি 'যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক - ভালুক চেহারার কালো - কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে'। অমিয়ভূষণের হাতে ধান ও পাটের কাদাটে সুবাস যেমন উঠে আসে সেরকম উঠে আসে জনজীবনের সাংস্কৃতিক নিবিড় পরিচয়। পদ্মাপাড়ী রামচন্দ্ররা জীবনের অভিঘাতে যেমন বিপর্যস্ত হয় তেমনি উল্লাপাড়া থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সান্দাররা মহাকালের রোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। সভ্যতার আগ্রাসনের সাথে সাথে ভাষার আগ্রাসনও চলে। 'তুলাইপাঞ্জার রোয়া' আখ্যানে রাভা ভাষার বৃত্তটি হারিয়ে যায়। 'বিনদনি' উপন্যাসে হাইসুক চিকাবাইরাই কারও স্মরণে আসে না। রাভা মেয়েরা কোমরে 'লবগ' পরে না, মাওরিয়া বেটা জনাদন শাশুড়ি বিনদনির হলুদ শরীরের কাছে গেলে সভ্যতা তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আধিপত্যের বেড়াজালে শুধুমাত্র কৌমশক্তিই নয়, জীবনও অনেক কিছু হারিয়ে বসে। মহিষকুড়ার আসফাক হারিয়েছিল কমরুনকে, হলং মানসাই কথায় লেদু মিঞা হারিয়েছিল গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার স্বপ্ন। দুখিযার কুঠি আখ্যানে ভূমিপুত্রর নিজের অস্তিত্ব হারানোর আর্তনাদ অন্যের গর্ভে লুকানো থেকে যায়।

সাহিত্যে স্রষ্টা তাঁর স্বপ্নের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেন। প্রকৃতির সাথে জীবনের ছবি আঁকেন। আলোর রঙ, অন্ধকারের রঙ লিখে রাখেন। জীবনকে আঁকতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়। সে কারণেই অঞ্চল এবং আঞ্চলিকতা। প্রশ্ন উঠতে পারে কথাসাহিত্যে উত্তরের জনজীবন বলে স্বতন্ত্র কিছু হয় কি? সাহিত্যে স্থানিকতা দোষদুষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উত্তর আধুনিক সাহিত্য বিভিন্নতা এবং বিচ্যুতিকরণকে স্বীকার করে। ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র বলেন, সব খণ্ড দিয়ে অখণ্ড তৈরি হয় না, কিছু খণ্ডকে সরিয়ে রাখতে হয়। পাশাপাশি একথাও ধ্রুব সত্য যে খণ্ডকে অস্বীকার করে কখনই অখণ্ড তৈরি করা সম্ভবপর নয়। তাই উত্তরের জনজীবন বাংলা কথাসাহিত্যে খণ্ডচিত্র হলেও তাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। ফকনারকে বাদ দিয়ে বা দক্ষিণ আমেরিকার উর্বর তুলাচাষ অঞ্চলকে বাদ দিয়ে সে দেশের সাহিত্য ভাবা যায় না। মার্কেজের স্বভূমি বিচ্যুত ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্য প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে।

রাঢ়জন কথা তারাশঙ্করের রচনায়, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে পূর্ব বাংলার কথা, মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় বীরসা মুন্ডার কাহিনী সূত্রে পাহাড় জঙ্গলের কথা, পাঠকের স্মৃতিপটে অমর-অক্ষয় হয়ে থাকে। তাই মনে করা যেতে পারে উত্তরের জনকথা চিরকালীন মানবকথা হতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্যে সর্বজনীন উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছে। লোক-সংস্কৃতির সজীবতা জনজীবনের মাঝে বেঁচে থাকে। 'ব্রহ্মোত্তর পৌণ্ড্র' বলে একদা যে উত্তরবঙ্গ আখ্যায়িত হত, তরাইয়ে নির্জন বনের মধ্যে উচ্ছল তিস্তা নদী হয়ে উত্তরের এই জনজীবনের ধারা বাংলা সাহিত্যে চিরকালের মতো প্রবহমান হয়ে চলেছে।